স্থানীয় সংবাদপত্রে রোহিঙ্গা জরুরি অবস্থা।

বিস্তারিত পঞ্চম পৃষ্ঠায়

বর্মী, গ্রেগরিয়ান ("ইংরেজি"), হিজরী, বাংলা: রোহিঙ্গারা প্রাত্যহিক জীবনে কোন ক্যালেন্ডার ব্যবহার করেন।

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন
ইস্যু ৩ × বুধবার, ১৮ এপ্রিল ২০১৮

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই ছোট রিপোর্টটির উদ্দেশ্য হল রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) জনগোষ্ঠী থেকে পাওয়া মতামতগুলির সারাংশ বিভিন্ন বিভাগগুলিকে দেওয়া যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি মাথায় রেখে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই সংস্করণে দেয়া তথ্যের মধ্যে আছে কক্সবাজারের স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির প্রতিবেদনে উঠে আসা মূল বিষয়গুলো; সেই সাথে সেই সমস্ত তথ্য যা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনদের সাথে কথা বলে, জনগোষ্ঠীর সাথে দলগত আলোচনা করে এবং বাংলাদেশ বেতার ও রেডিও নাফে ইউনিসেফের সহায়তায় আয়োজিত লাইভ রেডিও অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের ফোন করে জানানো মতামত থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই কাজটি IOM, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং এটির অর্থ সংস্থান করছে ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

রোহিঙ্গা সংকট: আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সমস্যা, আশঙ্কা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা

কক্সবাজারের সরকারি রেডিও সম্প্রচারকারী বাংলাদেশ বেতার প্রতি মাসে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা সভার আয়োজন করছে যাতে আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠী স্থানীয় কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন করার সুযোগ পান। সাম্প্রতিক অনুষ্ঠানটি কক্সবাজার শহরে প্রায় ৪০ জন স্থানীয় মানুষ নিয়ে রেকর্ড করা হয়েছিল এবং ৩১শে মার্চ সম্প্রচার করা হয়েছে।

অংশগ্রহণকারীরা এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে তাদের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। স্থানীয় মানুষজন প্রধানত যে বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন:

- সরকার এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলি আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে – অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন যে রোহিঙ্গা সংকটের ফলে তারাও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।
- মানুষজনের মধ্যে এই আশঙ্কা রয়েছে যে ক্যাম্পগুলিতে বাংলা ভাষা শেখানো হলে রোহিঙ্গাদের পক্ষে ক্যাম্প ছেড়ে মূলধারার জনস্রোতে মিশে যাওয়া আরও সহজ হয়ে যাবে।
- রোহিঙ্গা নারীদের সঙ্গে স্থানীয় পুরুষদের বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে মানুষজন, বিশেষত মহিলারা দুশ্চিন্তায় আছেন।
- স্কুল এবং কলেজের বহু ছাত্রছাত্রী রোহিঙ্গা সংকটে সহায়তাকারী এন.জি.ও-গুলিতে কাজে যোগ দেওয়ার ফলেও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা মনে করছেন যে এর ফলে কক্সবাজারের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং সরকার এই সমস্যার সমাধান করার জন্য কি পরিকল্পনা নিয়েছে তা জানতে চেয়েছেন।
- তাদের মতে স্থানীয় এলাকায় পরিবহনের খরচ অনেকটাই বেড়ে গেছে।

ক A ৩ ৩

তারিখের গোলকধাঁধায়: চারটি ভিন্ন ক্যালেন্ডার নিয়ে কাজকর্ম

নীচে দেয়া সামাজিক-ভাষাগত তথ্য এবং বিশ্লেষণের সূত্র হল লিঙ্গ, ভাষা এবং বয়সের ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন দলগত আলোচনা এবং সেই সাথে মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান করে এবং নথিপত্র বিশ্লেষণ করে পাওয়া তথ্য।

রোহিঙ্গারা চারটি আলাদা আলাদা ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে যা বর্তমান সহায়তার কার্যকলাপে জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে:

- প্রতিদিনের কাজকর্মে **বাংলা** ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা হয়, যা আবহাওয়া এবং বিভিন্ন ঋতু নিয়ে আলোচনার সময়েও ব্যবহৃত হয়।
- বাংলাদেশ এবং মায়ানমারে প্রশাসনিক এবং দাপ্তরিক কাজকর্মে **গ্রেগরিয়ান (ইংরেজি)** ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা হয়।
- ধর্মীয় ছুটিছাটা ও উৎসবের ক্ষেত্রে, আর সেই সাথে বিয়ের সনদপত্রের মতো কিছু ধর্মীয় নথিপত্রে ইসলামিক **হিজরী** (চান্দ্র) ক্যালেন্ডার ব্যবহৃত হয়।
- মায়ানমারে কিছু সরকারি নথিপত্রে **বর্মী** ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা হয়।

রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার জন্য তারা কিভাবে এই ক্যালেন্ডারগুলি তাদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহার করেন তা জানা গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও বহু রোহিঙ্গাই ইংরেজি ক্যালেন্ডার পড়ে বুঝতে এবং ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে এবং ধর্মীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে তারা বাংলা বা হিজরী ক্যালেন্ডার ব্যবহারেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। যেহেতু এই চারটি ক্যালেন্ডারের দিনক্ষণ মেলে না তাই অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: বাংলা ক্যালেন্ডারের বৈশাখ মাস ইংরেজি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি এবং হিজরীর রজব মাসের শেষের দিকে শুরু হয়। তাই ‘আমরা মাসের শেষে খাবার বিতরণ করব’ – এমন একটা সহজ কথাও অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর হতে পারে।

তারিখের গোলকধাঁধায়:

মাঠ পর্যায়ে কাজের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য কি?

মানবিক সহায়তা কর্মীরা তাদের পরিকল্পনা ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুসারে করলেও জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করার সময় তাদের সেটা ব্যবহার না করাই ভালো। সম্ভব হলে তারিখগুলো বাংলা বা হিজরীতে বলাই শ্রেয়।

জনগোষ্ঠীর সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলার সময়ে বিভিন্ন ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতে পারেন। মহিলারা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সাধারণত হিজরী বা বাংলা তারিখ ব্যবহার করেন এবং পুরুষরা বা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মানুষজন সাধারণত চারটি ক্যালেন্ডারই ব্যবহার করতে পারেন।

যেমন মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে যখন প্রচণ্ড গরম শুরু হয় সেই সময়টাতে হিজরীতে রমজান মাস শুরু হয়। আবহাওয়া নিয়ে কথা বলার সময় জনগোষ্ঠীর মানুষজন অত্যধিক গরমের কারণে হওয়া সমস্যাগুলি (যেমন গরমের কারণে হওয়া রোগ) নিয়ে আলোচনার সময়ে বাংলা মাস জ্যৈষ্ঠ (বাংলা), জের (চাটগাঁইয়া) বা জেট (রোহিঙ্গা) ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু রোজা রাখার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময় তারা হয়তো রমজান (হিজরী ক্যালেন্ডার) ব্যবহার করবেন।

তাই বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে এমন কোনও দিনক্ষণ উল্লেখ করার সময় কোন ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংস্কৃতি এবং ক্যালেন্ডার

আবহাওয়া, তার সঙ্গে যুক্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি বাংলা ক্যালেন্ডারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রোহিঙ্গা এবং চাটগাঁইয়া ভাষাভাষী মানুষজন আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতিকে প্রকাশ করতে সেই বাংলা মাসের নাম ব্যবহার করেন যে বাংলা মাসে (বা মাসগুলিতে) সেই গুলি হতে দেখা যায়। এই বিষয়টি বহু মৌসুমি লোকজ চিকিৎসা এবং রোহিঙ্গাদের স্থানীয় প্রবাদে প্রতিফলিত হয়। যেমন:

> শোন'র জোরে ধন বাড়ে
> **শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি সমৃদ্ধি নিয়ে আসে**

> ভাদো মাসত কুনির ফল অ
> **ভাদ্র মাসে কুকুর পাগল হয়ে যায় (জলাতঙ্ক রোগ সম্পর্কিত)**

> মাঘ মাসত বাঘ গুজরে
> **মাঘ মাসের শীতে বাঘও কাঁপে**

চাটগাঁইয়া ভাষাভাষীরাও বাংলা ক্যালেন্ডার ব্যবহার করেন এবং রোহিঙ্গা ও চাটগাঁইয়া ভাষাভাষী, উভয়ই মাসগুলির যে নাম ব্যবহার করেন তার উৎপত্তি বাংলা ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত থেকে হয়েছে। এই দুটি জনগোষ্ঠী কিভাবে বছর, বিশেষত ঋতু এবং আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি অনুসরণ করেন তা উভয় গোষ্ঠীর মানুষদের ব্যবহৃত এই ক্যালেন্ডার থেকে বোঝা যায়।

এটা মনে রাখা জরুরি যে কিছু বাংলা মাসের নাম চাটগাঁইয়া এবং রোহিঙ্গা ভাষাভাষীদের ব্যবহৃত নামের থেকে অনেকটাই আলাদা। এছাড়াও চাটগাঁইয়া ও রোহিঙ্গা ভাষায় মাসের নামগুলি এক মনে হলেও সেগুলির উচ্চারণ ভিন্ন।

বাংলা ক্যালেন্ডারে মাস

বাংলা	চাটগাঁইয়া	রোহিঙ্গা	ইংরেজি ক্যালেন্ডারে সময়কাল
বৈশাখ	বইশেখ	বইশাক	এপ্রিল-মে
জ্যৈষ্ঠ	জের	জেট	মে - জুন
আষাঢ়	আষাঢ়	আষাঢ়	জুন - জুলাই
শ্রাবণ	শওন	শোন	জুলাই - অগাস্ট
ভাদ্র	ভাদো	ভাদো	অগাস্ট - সেপ্টেম্বর
আশ্বিন	আশিন	আশিন	সেপ্টেম্বর - অক্টোবর
কার্তিক	হাতি	হাতি	অক্টোবর – নভেম্বর
অগ্রহায়ণ	অন	অন	নভেম্বর – ডিসেম্বর
পৌষ	ফুষ	ফুষ	ডিসেম্বর - জানুয়ারি
মাঘ	মাগ	মাগ	জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি
ফাল্গুন	ফন	ফন	ফেব্রুয়ারি – মার্চ
চৈত্র	সইত	সইত	মার্চ – এপ্রিল

রোহিঙ্গাদের চরম আবহাওয়ার জন্য প্রস্তুতি এবং পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে তথ্যের প্রয়োজন

গত দুই সপ্তাহে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী শ্রোতা আলোচনা দলের থেকে পাওয়া মতামত থেকে জানা গেছে যে রোহিঙ্গারা আসন্ন চরম আবহাওয়া নিয়ে এখনো দুশ্চিন্তায় আছেন। গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে কিছু নতুন আশঙ্কার কথাও জানা গেছে।

স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং পুষ্টিকর খাবারের চাহিদা

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষজন মনে করছেন যে ক্যাম্পে জন্ম নেয়া শিশুর সংখ্যা সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও জনগোষ্ঠীর মানুষজন লক্ষ্য করেছেন যে বর্তমানে বহু মহিলা গর্ভবতী রয়েছেন এবং তাদের বাড়তি চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন। মানুষজনের এটাও মনে হচ্ছে যে গর্ভবতী মহিলারা পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছেন না। তারা গর্ভবতী মহিলাদের এবং জনগোষ্ঠীর বাচ্চাদের পুষ্টির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন; এবং মনে করছেন যে এখন যে সমস্ত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে তাতে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার দেয়া হচ্ছে না। তারা আরও পুষ্টিকর খাবারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা যায়।

> “ডব্লিউ.এফ.পি আমাদের চাল, ডাল আর অন্যান্য জিনিসপত্র দেয়। কিন্তু আমরা শাকসবজির মতো কোনও পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছি না যা গর্ভবতী মহিলাদের খাওয়া প্রয়োজন।”
>
> (মহিলা, বালুখালি ক্যাম্প)

চরম আবহাওয়া আসন্ন হওয়ার সাথে সাথে পরিচ্ছন্নতা এবং রোগ নিয়ে আশঙ্কা বাড়ছে

আসন্ন গরমকালের প্রভাব নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এখনো আশঙ্কায় রয়েছেন। এ জনগোষ্ঠীর মানুষজন জানেন যে আসন্ন গরমকালে প্রচুর পরিমাণে ঘাম হয়। তারা প্রতিদিন জামাকাপড় বদলাতে এবং কাচতে পারবেন না এবং ঘামে ভেজা জামায় অস্বাস্থ্যকরভাবে দিন কাটাতে হবে সেই নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন। কিছু মানুষ ঘামে ভেজা জামাকাপড় থেকে ছোঁয়াচে চর্মরোগ হওয়ার আশঙ্কা করছেন; তারা দুশ্চিন্তায় আছেন যে স্পর্শের মাধ্যমে এই রোগগুলো অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে।

> “আমাদের কাছে কোনও বাড়তি জামাকাপড় নেই। আমরা রোদে-জলে একই জামা পড়ে কাটাচ্ছি। নিয়মিত জামাকাপড় বদলাতে পারি না বলে ঘাম হলে পুরো গা চুলকায়। এই কারণে আমাদের নানান ধরনের চর্মরোগ হচ্ছে।”
>
> (মহিলা, বালুখালি ক্যাম্প)

সংবাদপত্রের পর্যালোচনার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

২১শে থেকে ২৬শে মার্চ ২০১৮

২১-২৬ মার্চের মধ্যে কক্সবাজারের ১৯টি দৈনিক সংবাদপত্র এক নজরে বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে স্থানীয় মানুষজন যে বিষয়গুলি নিয়ে আশঙ্কায় আছেন তার মধ্যে প্রধান হল প্রত্যাবাসন। মোট আটটি সংবাদপত্রে বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত বরাবর মায়ানমারের বেড়া দেওয়া, বাঙ্কার তৈরি করা এবং ল্যান্ডমাইন রাখার খবর শিরোনামে এসেছে। কিছু সংবাদপত্রে ওয়াশিংটন পোস্টের সূত্র উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে সীমান্ত এলাকায় মায়ানমারের সাম্প্রতিক গতিবিধি এই দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কে অবনতি ঘটাতে পারে। পাঁচটি সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যে রোহিঙ্গা মানুষজন জানিয়েছেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে মায়ানমারে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না।

বিশ্লেষণ করার তারিখগুলিতে স্থানীয় সংবাদপত্রে শীর্ষ সংবাদগুলির মধ্যে একটি ছিল অপরাধ। আটটি স্থানীয় সংবাদ সংস্থা একটি বিবিসি তদন্ত সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল যাতে দাবী করা হয়েছিল যে বিদেশীরা যৌন উদ্দেশ্যে কমবয়সী রোহিঙ্গা নারীদের ব্যবহার করছে। এছাড়াও সাতটি স্থানীয় সংবাদপত্রে পাঁচ জন রোহিঙ্গা পুরুষের ছুরিসহ গ্রেপ্তার হওয়ার খবর প্রকাশ করা হয়েছে। পাঁচটি সংবাদ সংস্থা খবরে প্রকাশ করেছে যে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন উখিয়ার মধুরচড়া ক্যাম্প থেকে প্রচুর পরিমাণে চাল, ডাল ও কম্বলের মতো ত্রাণসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে।

সেই সাথে রোহিঙ্গা পরিস্থিতির জটিলতা নিয়ে চীনা রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যও সংবাদপত্রগুলির শিরোনামে এসেছে, যার মধ্যে ছয়টি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় চীনের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশের বিষয়টি উঠে এসেছে।

তিনটি সংবাদপত্রে মায়ানমারের রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের কারণে মায়ানমারে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে সম্ভাব্য প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। তিনটি সংবাদপত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষজনও এই বিষয়গুলি নিয়ে আশঙ্কায় আছেন।

এছাড়াও স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে খবর প্রকাশ করা অব্যাহত ছিল। ছয়টি সংবাদপত্রে রোহিঙ্গাদের আসার কারণে স্থানীয় মানুষজনের দুর্দশা সম্পর্কে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে এবং দাবী করা হয়েছে যে এই পরিস্থিতির সাথে স্থানীয় মানুষজনের মানিয়ে নেয়া যত কষ্টকর হয়ে উঠছে, গৃহহারা রোহিঙ্গাদের প্রতি সমবেদনা ততই কমছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে স্থানীয় মানুষজন মনে করছেন যে মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলি তাদের দিকে খুব কম বা একেবারেই নজর দিচ্ছে না।

তিনটি স্থানীয় সংবাদপত্রে পানির বিষয়ে খবর শিরোনামে এসেছে যাতে দাবী করা হয়েছে যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী প্রতিদিন ১৬ মিলিয়ন লিটার পানি খরচ করছে এবং সেই অঞ্চলে পানির অভাব ক্রমশ বাড়ছে।

প্রতিবেদনে এটাও দাবী করা হয়েছে যে মানুষজন আসন্ন গরম ও শুষ্ক ঋতু নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন। তিনটি স্থানীয় সংবাদপত্রে আসন্ন গরমকাল এবং বর্ষা নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে আশঙ্কা রয়েছে সেই সম্পর্কে খবর প্রকাশ করা হয়েছে। তিনটি সংবাদপত্রে এই প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে যে কিছু রোহিঙ্গা দাবী করেছেন যে কয়েকজন পাকিস্তানি মৌলবি (উলেমা) রাতে গোপনে কুতুপালং ক্যাম্পে টাকা বিতরণ করছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে কিছু স্থানীয় নেতা (মাঝি এই ব্যাপারে জড়িত আছেন এবং এই ধরনের ঘটনা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

বিষয়	বিষয়টি কতবার উল্লেখ করা হয়েছে
রোহিঙ্গাদের আগমন এবং প্রত্যাবাসন	২১
রোহিঙ্গাদের করা অপরাধ	২১
পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক অবনতি	১৯
রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধন	৬
ত্রাণ বিতরণে অব্যবস্থা	৬
আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করার জন্য নেয়া পদক্ষেপ	৪
রোগের প্রাদুর্ভাব এবং স্বাস্থ্য সেবার অভাব	৪
এন.জি.ও-দের জন্য সরকারের জারি করা নির্দেশাবলী	৪
পাকিস্তানি নাগরিকদের রোহিঙ্গাদের মধ্যে টাকা বিতরণ	৩
এন.জি.ও-গুলির মধ্যে দুর্নীতি	৩

উপরের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের জন্য যে সংবাদপত্রগুলি ব্যবহৃত হয়েছে –

দৈনিক আজকের কক্সবাজার, দৈনিক গণসংযোগ, দৈনিক সকালের কক্সবাজার, দৈনিক দৈনন্দিন, দৈনিক ইনানী, দৈনিক রূপসী গ্রাম, দৈনিক রুপালী সৈকত, দৈনিক সমুদ্রকণ্ঠ, দৈনিক কক্সবাজার ৭১, দৈনিক আপন কণ্ঠ, দৈনিক আজকের দেশবিদেশ, দৈনিক বকখালি, দৈনিক হিমছড়ি, দৈনিক সাগর দেশ, দৈনিক আমাদের কক্সবাজার, দৈনিক কক্সবাজার, দৈনিক রূপসী বাংলা, দৈনিক সৈকত, দৈনিক কক্সবাজার বাণী।